প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা ও আত্মার বশে চলা

আদিপুস্তক ২১.১-১৪ পদ

ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে আহ্বাণ করেছিলেন, তখন তিনি অব্রাহাম থেকে এক মহাজাতি উৎপন্ন করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (১২.২)। এখন অব্রাহাম থেকে যদি মহাজাতি উৎপন্ন করতে হয়, তাহলে অব্রাহামকে সন্তানের পিতা হতে হবে। কিন্তু ঈশ্বর যখন ঊর ত্যাগ করতে অব্রামকে আহ্বাণ করেন বা হারণ ত্যাগ করতে পুনরায় আহ্বাণ করেন, তখন অব্রাহাম নিঃসন্তান ছিল, কারণ তা স্ত্রী সারা বন্ধা ছিল (১১.৩০)। অন্যদিকে, অব্রাহাম যখন ঈশ্বরের আহ্বাণ পায়, তখন তার ও তার স্ত্রীর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। অব্রাহাম যখন পিতা তেরহের মৃত্যুর পর হারণ ত্যাগ করে কনানের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে, তখন অব্রাহামের বয়স ছিল ৭৫ (১২.৪)। অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে যে যাত্রা শুরু করে, তা তাকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশ কনানে নিয়ে আসে (১২.৫)। এরপর, ভাইপো লোট থেকে পৃথক হবার সময় ঈশ্বর আবার অব্রাহামকে তাঁর প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করে বলেন, ***"পৃথিবীতে ধূলির ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করব"*** (১৩.১৬)। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তানের জন্ম ক্রমশ বিলম্বিত হওয়ায়, অব্রাহাম ধৈর্য হারিয়ে ঈশ্বরের কাছে তার মনের কথা খুলে বলে, *"তুমি আমাকে সন্তান দিলে না, এবং আমার গৃহজাত দম্মেশকীয় ইলীয়েষর আমার উত্তরাধিকারী হবে"* (১৫.২-৩)। তখন ঈশ্বর পুনরায় অব্রাহামের কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করে বলেছিলেন, *"যে তোমার ঔরসে জন্মাবে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হবে। আকাশের তারার ন্যায় তোমার বংশ হবে"* (১৫.৪-৫)। তখন অব্রাহাম সদাপ্রভুর এই কথায় বিশ্বাস করেন এবং ঈশ্বরও এই বিশ্বাস দেখে অব্রাহামকে ধার্মিক গণিত করেন (১৫.৬)। তখন অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে এই প্রতিজ্ঞার পক্ষে চিহ্ন আকাঙ্ক্ষা করলে, ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তি করেন (১৫.৯-২১)। কিন্তু, কনান দেশে ১০ বৎসর বসবাস করার পরও (১৬.৩) অব্রাহামের বাবা হওয়া হল না। তখন অব্রাহাম স্ত্রীর কথা শুনে হাগার নামক দাসীকে বিয়ে করে এবং ৮৬ বৎসর বয়সে ইশ্মায়েলের বাবা হয়। কিন্তু অব্রাহামের বয়স যখন ৯৯ বৎসর (১৭.১), তখন ঈশ্বর অব্রাহামকে জানালেন যে ইশ্মায়েল প্রতিজ্ঞাত সন্তান নয়;সারার গর্ভেই প্রতিজ্ঞাত সন্তান জন্মাবে (১৭.১৬)। অব্রাহাম যাতে ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞায় নিশ্চ য়তা লাভ করতে পারে, সেই কারণে ঈশ্বর অব্রাহামের শরিরে সেই চুক্তির একটি চিহ্ন হিসাবে 'ত্বকচ্ছেদ' দিলেন। এরপর সদোম ও ঘমোরা ধবংস করার আগে ঈশ্বর অব্রাহামকে জানালেন, *"এই ঋতু পুনরায় উপস্থিত হলে আমি অবশ্য তোমার কাছে ফিরে আসব; আর তোমার স্ত্রী সারার এক পুত্র হবে"* (১৮.১০)। অর্থাৎ, অব্রাহামের প্রতি সন্তানের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে ইতিমধ্যে প্রায় ২৫ বৎসর পেরিয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অব্রাহাম অনেক পরীক্ষা ও ব্যর্থতার পথ অতিক্রম করেছে। সময় যত এগিয়েছে, প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা ততই অসম্ভ ব বলে মনে হয়েছে। অন্যদিকে, নিজের মূর্খতা বা পরাজয় এবং ঈশ্বরের পূর্ণতা বা জয় অব্রাহাম শিক্ষা করেছে।

কিন্তু এত পথ অতিক্রম করার পর, অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও বাক্য অনুসারে *"সারা গর্ভবতী হয়ে ঈশ্বরের উক্ত নিরূপিত সময়ে অব্রাহামের বুড়ো বয়সে তাঁর জন্য পুত্র প্রসব করল"* (২১.২)। এখন, অব্রাহামের পরিবারে দুই পুত্র) ইস্হাক ও ইশ্মায়েল। গালাতীয়দের প্রতি পত্রে পৌল এই দুই জনের কথা বলতে গিয়ে, এমন কথা বলেছেন, *"অব্রাহামের দুই পুত্র ছিল; একটি দাসীর পুত্র, একটি স্বাধীনার পুত্র। কিন্তু ঐ দাসীর পুত্র মাংস অনুসারে, স্বাধীনার পুত্র প্রতিজ্ঞার গুণে জন্মিয়াছিল"* (গালাতীয় ৪.২২-২৩)। স্ত্রীর কথা শুনে হাগারকে বিয়ে করে মাংস অনুসারে অব্রাহাম যদিও ইশ্মায়েলের পিতা হয়েছিল;ইস্হাস কিন্তু মাংসের ফল নয়, সে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার ফল। তাই, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দ্বারা অলৌকিকভাবে ইস্হাক জন্ম লাভ করেছিল, সেখানে অব্রাহাম বা সারা বা অন্য কোনও মানুষের তথা মাংসের কোনও কাজ ছিল না।

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ইস্হাকের জন্ম সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে সাধিত হয়েছিল। অব্রাহাম ও সারা বুড়ো-বুড়ি না হওয়া পর্যন্ত তার জন্ম হয়নি। যখন সারার বয়স ৯০, এবং অব্রাহামের ১০০, তখন ইস্হাকের জন্ম হয়। তাদের বয়স ও শরিরের কথা স্মরণ করে পৌল লিখেছেন, *"বিশ্বাসে দুর্বল না হয়ে, তার বয়স প্রায় ১০০ বৎসর হলেও, তিনি নিজের মৃতকল্প শরির, এবং সারার গর্ব্ভের মৃতকল্পতাও টের পেলেন বটে, তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করে অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করলেন না;কিন্তু বিশ্বাসে বলবান হলেন"* (রোমীয় ৪.১৯-২০)।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে কেন এতকাল অপেক্ষা করেছিলেন। অব্রাহাম ও সারার সমস্ত জ্ঞান, ক্ষমতা ও শক্তি যখন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল, তখন ঈশ্বর ইস্হাককে জন্ম দিয়েছিলেন; যেন ইস্হাকের জন্মে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা বা পরক্রম প্রকাশ পায়। ইস্হাকের জন্ম যেমন ঈশ্বরের অলৌকিক কাজের ফল, ঠিক একইভাবে, ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিজ্ঞাত সন্তান যীশু খ্রীস্টও অলৌকিকভাবে কুমারী মরিয়মের গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সারার গর্ব্ভে এই সন্তানের জন্মের পর, অব্রাহাম ঈশ্বরের আদেশ মেনে (১৭.১৯) তার নাম ইস্হাক রাখল এবং এর দ্বারা ইস্হাকে ঈশ্বরের চিরস্থায়ী নিয়মকে স্বীকার করল। ইস্হাক নামের অর্থ 'হাস্য'। তার জন্ম যেহেতু কেউ আশা করতে পারেনি, সেইহেতু তার জন্মের কথা যে শুনত, সে না হেসে পারত না। কিন্তু ইস্হাকের জন্মে সারা যেমন উৎফুল্ল হয়েছিল (৬, ৭ পদ); সে আশা করেছিল যারা এই সংবাদ শুনবে, তারা প্রত্যেকে খুশি হবে। তাই, বিশ্বাসী আমরা ইস্হাকের জন্মে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা দেখে ও ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ দেখে আনন্দে হাসতে বাধ্য। এর আগে সারা হেসেছিল বলে তাকে ভৎসনা করা হয়েছিল (১৮.১৩-১৫)। তখন সারার হাসি ছিল অবিশ্বাস ও পরিহাসের;কিন্তু এখন তার হাসি বিশ্বাস, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার। দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা দেখে অব্রাহামের পরিবার অনাবিল আনন্দ লাভ করেছিল। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে ঈশ্বর যখন তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে দেরী করেন (যদিও তা সত্য নয়, কারণ তিনি সর্বদা তাঁর নিরূপিত সময়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন), তখন যেন আমরা নিরাশ না হই; পরিবর্তেবিশ্বাসে দৃঢ় হই। কারণ, তিনি অবশ্যই তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন। আমরা যত বেশি অপেক্ষা করব, প্রতিজ্ঞার পূর্ণতায় আমাদের তত বেশি আনন্দ হবে। তাই, হবক্কূক ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভু আমাদের এই কথা বলেছেন, *"বিলম্ব হইলেও তার অপেক্ষা কর, কেননা তা অবশ্য উপস্থিত হবে, যথাকালে বিলম্ব করবে না"* (হবক্কূক ২.৩)।

আবার, অব্রাহামের সঙ্গে ও পুরুষানুক্রমে তার ভাবী বংশের সঙ্গে ঈশ্বর যে চিরকালের নিয়ম "চুক্তি স্থাপন করেছিলেন"(১৭.৭), তা মেনে ইস্হাকের জন্মের ৮-দিন পর অব্রাহাম তার ত্বকচ্ছেদ করল। এইভাবে, বিশ্বাসী অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি পুনরায় বিশ্বাসের প্রকাশ রাখল।

সারা ৯০ বৎসর বয়সে কেবল সন্তান জন্ম দেয়নি, সেই সন্তানকে নিজের দুধও খাইয়েছে। এইভাবে, ইস্হাক যখন ১বৎসর বা তার বেশি হল এবং যখন মায়ের দুধ খাওয়া ছাড়ল, তখন সে দেশের প্রথা অনুসারে অব্রাহাম এক মহাভোজের আয়োজন করল। এই ভোজ ছিল শৈশব থেকে কৈশরে পদার্পণে সন্তানের সুস্বাস্থ কামনার অনুষ্ঠান। এইভাবে, ইস্হাক যখন অব্রাহামের পরিবারে সমস্ত আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, তখন ইশ্মায়েলের সরল মনে তা নেমে নিতে পারে না। কারণ, বিগত ১৪ বৎসর ধরে ইশ্মায়েলই সেই পরিবারে একমাত্র সন্তান হিসাবে সুখ ভোগ করেছিল। কিন্তু ইস্হাকের জন্ম সেই একচেটিয়া অধিকারে বাধা দিয়েছে। তাই, ইশ্মায়েল হিংসা বশতঃ ইস্হাককে পরিহাস করল। ইশ্মায়েলের কাজকে আমরা যোষেফের দাদাদের কাজের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যারা যোষেফকে হিংসা করত। কিন্তু এই দুই ঘটনায় ইস্হাক বা যোষেফের দোষ কী? কেন তারা তাদের দাদাদের হিংসার পাত্র হয়েছে? কারণ, ঈশ্বর কেবল তাদের মনোনীত করেছেন, অন্যদের নয়। আমাদের উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে যে, আমাদের মনোনয়নে আমরা কখনও কোনওভাবে ঈশ্বরকে প্রভাবিত করতে পারি না। তিনি তাঁর নিজের উত্তম ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে কাউকে

যখন মনোনীত করেন, তখন অন্যদের এড়িয়ে যান। তাই, তাঁর এই কাজ দেখে আমরা কখনও ক্ষোভ দেখাতে পারি না, কারণ আমাদের মধ্যে কেউই তাঁর মনোনীত হবার যোগ্য নই।

কিন্তু ইশ্মায়েল ক্ষোভ জানিয়েছিল, তাই সে ইস্হাককে পরিহাস করেছিল। এখন, ইশ্মায়েল যদি ঈশ্বরের মনোনয়নকে মেনে নিয়ে, ইস্হাককে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করত, তাহলে সেও প্রতিজ্ঞার আশির্বাদ ভোগ করতে পারত। কিন্তু ইশ্মায়েল ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করতে চাইনি, সে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা তথা চুক্তিকে বর্জন করেছিল। এর আগে ১৬ অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম ইশ্মায়েলের মা হাগারকে, যে গর্ব্ভবতী হয়ে সারাকে পরিহাস করেছিল এবং প্রতিজ্ঞার পরিবার থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল।

সারা দেখল, ইস্হাক যখন সকলের জীবনে আনন্দের কারণ, তখন ইশ্মায়েল তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করছে। তখন সারা স্বামী অব্রাহামকে বলল, *"তুমি ঐ দাসীকে ও তার পুত্রকে দূর করে দাও; কারণ আমার পুত্র ইস্হাকের সঙ্গে ঐ দাসীপুত্র উত্তরাধিকারী হবে না"* (১০ পদ)। সারা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে যে, তার নিজের পরমর্শেই ইশ্মায়েল জন্মেছে এবং অব্রাহাম ইশ্মায়েলের পিতা। সারার এই কথা শুনে অব্রাহাম সন্তুষ্ট হয়নি; কারণ এমন কাজের মধ্যে অব্রাহাম হয়ত নিষ্ঠরতা বা অমানবিকতা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, *"সারা তোমাকে যা বলছে, তার সেই কথা শোন; কারণ ইস্হাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হবে"* (১২ পদ)। এর আগে অব্রাহাম ও লোট যেমন পৃথক হয়েছিল (১৩.২-১২), ঠিক একইভাবে ইস্হাক ও ইশ্মায়েলকে পৃথক হতে হবে; উভয়ের একত্র বসবাস সম্ভ ব নয়। গালাতীয় পত্রে ইস্হাক ও ইশ্মায়েলকে উপমা হিসাবে ব্যবহার করে, পৌল মানুষের চেষ্টায় পরিত্রাণ লাভকে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ইশ্মায়েলের হিংসা বা পরিহাসের কথা অব্রাহাম যদিও জানত, তথাপি সে এই ছেলেকে ভালোবাসত; তাই তার পক্ষে ইশ্মায়েলকে ত্যাগ করা সহজ ছিল না। এখন, ঈশ্বর যখন সেই ছেলেকে ত্যাগ করতে বললেন, অব্রাহাম নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তাকে ত্যাগ না করার অজুহাতের কথা এইভাবে জানিয়েছিল, *"এমন ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত বড় শাস্তি কখনও ঠিক নয়। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ইশ্মায়েলকে বুঝিয়ে বলব। আমি জানি, সারা এবং আমার ভুল পদক্ষেপের ফলস্বরূপ ইশ্মায়েলে জন্মেছে। কিন্তু বিগত ১৪ বৎসরে আমরা তা মানিয়ে নিয়েছে। ইশ্মায়েল আমাদের পরিবারে তেমন কোন বড় সমস্যা নয়। তাই, যেভাবে এতকাল চলে এসেছে, তুমি তার পরিবর্তন করতে বোলো না।"* কিন্তু বিগত ১৪ বৎসরের সত্য অভিজ্ঞতা একথা বলে না। হাগারের গর্ব্ভবতী হওয়া থেকেই সেই পরিবারে অশান্তি শুরু হয়েছে। অব্রাহামের জীবনে ইশ্মায়েল সামান্য বিষয় নয়; তা যদি হত, তাহলে তাকে ত্যাগ করতে অব্রাহামকে এত কষ্ট পেতে হত না।

ইশ্মায়েলের জন্ম মুহূর্ত থেকেই অব্রাহাম জানত যে, সে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার ফল নয়; সে অব্রাহামের চেষ্টার ফল। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার সন্তান না হওয়ায়, ইশ্মায়েল কোনওভাবেই অব্রাহামের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। তথাপি, ইস্হাকের যতদিন না জন্ম হয়েছিল, ততদিন ঈশ্বর ইশ্মায়েলকে একসঙ্গে বসবাস করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু আর বিলম্ব নয়, ঈশ্বর তাঁর বিচারের রায় দিলেন, *"ইশ্মায়েলকে দূর করতে হবে"।* ঈশ্বরের এই কথা আমাদের কানে বড় কর্কশ বা নিষ্ঠুর বা অমানবিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর বিগত ১৪ বৎসর যাবৎ তাঁর ধৈর্য, সহনশীলতা বা স্নেহ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু ইস্হাকের জন্মের পর ইশ্মায়েলকে দূর করার সময় উপস্থিত হয়েছে।

এর থেকে আমরা আমাদের আত্মিক-জীবনে শিক্ষা পাই যে, ইশ্মায়েলের ন্যায় মাংসের বিভিন্ন কাজ বা ফল যখন আমাদের বিশ্বাস-জীবনে বাধা দেয়; ঈশ্বর তা কিছুকাল সহ্য করলেও চিরকাল তাকে প্রশ্রয় দেন না। সময় আসে যখন তিনি আত্মার কাজ বা ফলকে আমাদের জীবনে আনয়ন করেন ও ইশ্মায়েলকে আমাদের জীবন থেকে দূর করতে আদেশ করেন। অর্থাৎ, তিনি সর্বদা প্রথমে ইস্হাককে আমাদের জীবনে দান করেন এবং তারপর ইশ্মায়েলকে আমাদের জীবন থেকে দূর করতে আদেশ

করেন। আমরা যখন প্রথম বিশ্বাসী হই, তখন পুরানো জীবনের এমন অনেক ব্যবহার থাকে, যেগুলিকে তৎক্ষণাৎ আমাদের বর্জন করতে হয়। কিন্তু পাশাপাশি, আবার এমন অনেক বিষয় থাকে, যেগুলি মন্দ হলেও ঈশ্বর কিছুকাল আমাদের জীবনে অনুমতি দেন যতদিন না আমরা আত্মার বশে চলতে শিখি। কিন্তু আমরা যখন আত্মার ফল ধারণ করি, তখন তিনি সেই সমস্ত পুরানো মন্দ বিষয়কে আমাদের জীবন থেকে দূর করতে আদেশ করেন। যীশু তাই আমাদের বলেন, *"তোমার ডান চোখ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তা উপরে ফেলে দাও;. . . তোমার ডান হাত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তা কেটে ফেলে দাও . . ."* (মথি ৫.২৯-৩০)। ইশ্মায়েল যেমন ইস্হাকের সঙ্গে প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী হতে পারেনি, আমাদের আত্মিক জীবনেও *"মাংস থেকে যা জন্ম নিয়েছে, তা মাংসই; আর আত্মা থেকে যা জন্ম নিয়েছে, তা আত্মাই"* (যোহন ৩.৬)।

আমরা জানি অব্রাহাম ঈশ্বরের এই আদেশ শুনে কী করেছিল। *"অব্রাহাম প্রত্যুষে উঠে রুটি ও জলভর্ত্তি কূপা নিয়ে হাগারের কাঁধে দিয়ে বালকটিকে সমর্পণ করে তাকে বিদায় করল"* (১৪ পদ)। যদিও এই কাজ অব্রাহামের পক্ষে দারুন কষ্টদায়ক ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস অব্রাহামকে শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছিল। পৌল আমাদের বলেন, *"তোমরা আত্মার বশে চল, তাহলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করবে না"* (গালাতীয় ৫.১৬)। আমরা কি মাংসের কাজ থেকে মুক্ত হয়ে, আত্মার বশে চলে, আত্মার ফল ধারণের জীবন যাপন করে চলেছি(গালা ৫)?